রামলক্ষ্মণ।

কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণ হইতে

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র রায়

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কলিকাতা

৪৬ নং বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট

হেয়ার প্রেশে

শ্রীযদুনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯৫

মূল্য ।০ চারি আনা।

রামলক্ষ্মণ

বিজ্ঞাপন।

কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণের গুণে রাম লক্ষ্মণের সদ্ভাব ও সদাচারের কথা বাঙ্গালার গৃহে গৃহে প্রবাদকথার মত প্রচলিত আছে। রামায়ণ হইতে এই দুইটী আদর্শ চরিত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, এই পুস্তক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হইল। উদ্ধৃত কবিতাগুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, পুস্তকখানিকে একটী ধারাবাহিক প্রস্তাবে পরিণত করিতে যত্ন করিয়াছি। এবং অতি সংক্ষেপে ইহাতে সমগ্র রামায়ণের সার সঙ্কলন করিয়া দিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছি। এখন এই ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র রামকথা খানি, রামলক্ষ্মণের চরিত্র গুণে ও কৃত্তিবাসের কবিত্ব গুণে, বিদ্যালয়ের বালকদিগের পক্ষে উপযোগী ও উপকারী বলিয়া গৃহীত হইলে, সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

মার্চ্চ, ১৮৯৫
কলিকাতা।

সঙ্কলক।

সূচী পত্র।

রামলক্ষ্মণ।

যজ্ঞরক্ষা।

মহারাজ দশরথ চারি পুত্র লৈয়া,
সাম্রাজ্য করেন অতি সাবধান হৈয়া।
হেথা মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ,
যজ্ঞপূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান যেই করে মুনিবর,
করে রক্ত বর্ষণ মারীচ নিশাচর।
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলা ভুবন,
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ।
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি,
অযোধ্যায় গিয়া রামচন্দ্রে আমি আনি।

বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস,
চলিলেন যথা রাম অযোধ্যা নিবাস।
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে,
দ্বারী গিয়া জানাইল তখনি রাজারে।
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ,
শিষ্টাচার পূর্ব্বক করেন নিবেদন।
তব আগমনে মম পবিত্র আলয়,
আজ্ঞা কর কোন্ কার্য্য করি মহাশয়।
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহে দশরথ,
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত।
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়া প্রয়াস,
রাক্ষস আসিয়া সদা করে যজ্ঞ নাশ।
এই ভার মহারাজ দিলাম তোমারে,
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে।
জানিলেন মহারাজ গুরু প্রয়োজন,
লক্ষ্মণ সহিত রামে করেন অর্পণ।
মাতৃ পদধূলি রাম লইলেন মাথে,
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লৈয়া যান বিশ্বামিত্র,
রাজার নেত্রের নীরে ভাসিলেক গাত্র।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ,
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা তখন।

সে দিন বঞ্চিয়া সুখে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন।
যে কার্য্য করিতে আইলাম দুই ভাই,
সেই কার্য্যে অনুমতি করহ গোঁসাই।
মুনিরা বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
এখনি করিবে যজ্ঞ সকল ব্রাহ্মণ।
আমরা যখন করি যজ্ঞের সূচন,
রক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কানন্দন।
না পারি করিতে ক্রোধ আমরা ব্রাহ্মণ,
যদি ক্রোধ করি হয় ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন।
শ্রীরাম বলেন প্রভু করি নিবেদন,
অবিলম্বে কর যজ্ঞ ক্রিয়ার সূচন।
শুনিয়া রামের কথা তপস্বী সকল,
খোলা কুশা লইয়া গেলেন যজ্ঞস্থল।
কেহ ব্যাঘ্রচর্ম্মে বৈসে কেহ কুশাসনে,
বসিলেন পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে।
যজ্ঞের যতেক ধূম উড়য়ে আকাশে,
দেখিয়া রাক্ষসগণ মনে মনে হাসে।
পাদপ পাঁথর লয়ে আইল বিস্তর,
ভয়ঙ্কর কলেবর যত নিশাচর।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ করে ধরি ধনুর্ব্বাণ,
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান।

কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর,
তাহাতে পড়িল শত শত নিশাচর।
সুখে যজ্ঞ মুনিরা করিলা সমাধান,
আশীষ করেন রামে দিয়া দূর্ব্বা ধান।
যজ্ঞ অবশেষে যে যে ফল মূল ছিল,
খাইতে সে সব ফল শ্রীরামেরে দিল।
সে রাত্রি বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রমে,
প্রভাতে একত্র হন মুনিগণ ক্রমে।
সভাতে বসিয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন,
সামান্য মনুষ্য নহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
করিলেন যেই পণ জনক ভূপতি,
রাম বিনা তাহাতে না অন্যে হবে কৃতী।

জনক ভবনে গমন।

বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর,
মিথিলাতে হইবে সীতার স্বয়ম্বর।
করেছে প্রতিজ্ঞা এই জানকীর পিতা,
শম্ভু ধনু ভাঙ্গিবে যে তাকে দিবে সীতা।
কত শত ভূপতি আইসে আর যায়,
দেখিয়া হরের ধনু হারিয়া পলায়।

দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান,
মনে বুঝি ধনুক করিবে দুই খান।
শ্রীরাম বলেন আজ্ঞা কর যে এখন,
তাহা করি তব আজ্ঞা লঙ্ঘে কোন্ জন।
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যানন্দন,
রামেরে লইয়া যান সকল ব্রাহ্মণ।
হাতে ধনু করি যান শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
আগে পাছে চলিলেন সকল ব্রাহ্মণ।
বিশ্বামিত্র বলিলেন শুন রঘুবর,
অগ্রেতে গমন করি জনকের ঘর।
এ কথা শুনিয়া রাম বলেন তাঁহারে,
আগে গিয়া বার্ত্তা দেহ জনক রাজারে।
বিশ্বামিত্র মুনি অগ্রে করিয়া প্রস্থান,
উপস্থিত হইলা জনক বিদ্যমান।
মুনি বলিলেন শুন জনক রাজন,
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দশরথ পুত্র রাম অতুল বিক্রম,
লক্ষ্মণ তাঁহার ভাই রূপে অনুপম।
এ কথা শুনিল রাজা রাজ সভাজন,
কহিল সীতার বর আইল এখন।
আইল সমস্ত লোক করিতে দর্শন,
বন্ধু হস্ত ধরিয়া ধাইল অন্ধ জন।

সবে বলে দেখিব লক্ষ্মণ আর রাম,
মিথিলার যত লোক ছাড়ে গৃহ কাম।
কৌশিক বলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
জনকেরে প্রণাম করহ দুই জন।
গুরু বাক্য অনুসারে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
করিলেন প্রণমি রাজাকে সম্ভাষণ।
আলিঙ্গন দিলেন জনক দোঁহাকারে,
ভাসিলেন তখন আনন্দ পারাবারে।

ধনুর্ভঙ্গ ও বিবাহ।

সভাসহ গেলা রাজা স্বয়ম্বর স্থানে,
ধূর্জ্জটি দুর্জ্জয় ধনু আছে যেই খানে।
হেন কালে জনক বলেন কুতূহলে,
সভায় বসিয়া কথা শুনেন সকলে।
যে জন শিবের ধনু ভাঙ্গিবারে পারে,
সীতা নামে কন্যা আমি সমর্পিব তারে।
এ কথা শুনিয়া রাম কমললোচন,
ধনুকের সন্নিকটে করেন গমন।
ধনুক তুলিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে,
ভাঙ্গিব শিবের ধনু ভয় হয় মনে।

ধনুকে অর্পিয়া গুণ বলেন মুনিরে,
তাহা করি যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে।
মুনি বলিলেন রাম দেখাও কৌতুক,
মনোরথ পূর্ণ কর ভাঙ্গিয়া ধনুক।
আজ্ঞা পেয়ে শ্রীরাম দিলেন গুণে টান,
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল দুই খান।
আনন্দিত হইলা জনক যশোধন,
স্নেহ ভরে শ্রীরামেরে দিলা আলিঙ্গন।
মুনিরে চাহিয়া রাজা কহিলা তখন,
সীতার বিবাহ হেতু কর শুভক্ষণ।
মুনি বলিলেন রাম আমি এই চাই,
বিবাহ করিয়া ঘরে যাহ দুই ভাই।
রাম বলিলেন প্রভু নিবেদি তোমারে,
বিবাহ করিতে নারি পিতৃ অগোচরে।
আমারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন,
অযোধ্যাতে মনুষ্য পাঠাও এক জন।
দূত মুখে বার্ত্তা পেয়ে রাজা দশরথ,
আইলা মিথিলা, সঙ্গে শত্রুঘ্ন ভরত।
ত্রিলোকমোহিনী সীতা, ঊর্ম্মিলা সুন্দরী,
জনকের দুই কন্যা রূপে বিদ্যাধরী।
মহামতি কুশধ্বজ জনকের ভ্রাতা,
শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী আছিলা তাঁর সুতা।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন ভরতে,
চারি ভায়ে চারি কন্যা দিলা বিধিমতে।
লক্ষ্মণে ঊর্ম্মিলা দিলা, রামে সীতা দেবী,
শত্রুঘ্নকে শ্রুতকীর্ত্তি, ভরতে মাণ্ডবী।
চারি পুত্র পুত্রবধূ করিয়া সংহতি,
অযোধ্যায় গেলা রাজা অতি হৃষ্টমতি।
কত দিনে শ্রীভরত শত্রুঘ্নের সহ,
মাতুল সঙ্গেতে গেলা মাতামহ গেহ।

শ্রীরামের অধিবাস।

সুখেতে বঞ্চিয়া রাতি উদিত অরুণে,
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ সম্ভাষণে।
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন শ্রীচরণ,
রামেরে কহিলা রাজা আশীষ বচন।
বৃদ্ধ হইলাম আমি মরিব কখন,
তোমারে করিব রাজা পাল প্রজাগণ।
আজি হৈতে তোমারে দিলাম রাজ্যভার,
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার।
এতেক বলিয়া রামে দিলেন বিদায়।
অন্তঃপুরে রামচন্দ্র গেলেন ত্বরায়।

মায়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রঘুনাথ,
কহেন সকল কথা করি যোড়হাত।
আমারে দিলেন পিতা সর্ব্ব রাজ্যখণ্ড,
আজি অধিবাস কালি পাব ছত্রদণ্ড।
আমা রাজা করিতে সবার অভিলাষ,
শুভ বার্ত্তা কহিতে আইনু তব পাশ।
এতেক শুনিয়া রাণী হরষিত মন,
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন।
কৌশল্যা বলেন রাম হও চিরজীব,
তোমার সহায় হউক পার্ব্বতী ও শিব।
এতেক কৌশল্যা দেবী কহিলেন কথা,
হেনকালে শ্রীলক্ষ্মণ আইলেন তথা।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া হাসেন রঘুনাথ,
কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষ্মণ যোড়ি হাত।
লক্ষ্মণেরে প্রেমভরে রাম দিয়া কোল।
বলেন সহাস্য বদনেতে মিষ্ট বোল।
মম ভক্ত ভাই তুমি পরম সুস্থির,
তুমি আমি ভিন্ন নহি একই শরীর।
আমার হিতৈষী তুমি যদি পাই রাজ্য,
উভয়েতে মিলিয়া করিব রাজকার্য্য।
এতেক বলিয়া রাম মাগেন বিদায়,
আশীর্ব্বাদ করিল সকল রাণী তায়।

নিমন্ত্রণ পাইয়া আইলা রাজগণ,
রাম রাজা হবেন সকলে হৃষ্টমন।
লক্ষ লক্ষ পতাকা উড়িছে নানা রঙ্গে,
নানা রাজা আইল কটক করি সঙ্গে।
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে,
নানা জাতি বাদ্য শুনি নানাদিকে বাজে।
অধিবাস করিতে আইল ঋষি মুনি,
রামজয় বলিয়া করিছে বেদধ্বনি।
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি,
ঘৃতের প্রদীপ জ্বালে প্রজার কুমারী।
নানা রত্নে নির্ম্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর।
বিবিধ পতাকা উড়ে চালের উপর।
পৃথিবীতে যত আছে নানা উপচার,
তাহা আনি লক্ষ লক্ষ ভরিল ভাণ্ডার।
নানা রত্নে শোভিত বসনে পরিহিত।
অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত।
আইল দেশের লোক অযোধ্যা নগরে,
কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অন্তরে।
অধিবাস রামের হইল সমাপন,
জয় জয় হুলাহুলি করে রামাগণ।

প্রজাগণের আনন্দ।

রথ রথী ঘোড়া সাজে, নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে,
মুনি সব করে জয়ধ্বনি,
জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি,
সর্ব্বলোক কি দুঃখী কি ধনী।
শিশু নারী জয়ান্বিত, গন্ধপুষ্পে সুশোভিত,
আমোদ প্রমোদ সর্ব্ব ঘরে,
স্বর্গপুরী তুল্য বেশ, অযোধ্যার সর্ব্ব দেশ,
নাচে গায় হরিষ অন্তরে,
সবে ভাবে রঘুপতি, হইবেন মহীপতি,
ঘুচিল সবার আজি ক্লেশ,
না হইবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্ব্বলোক,
নিস্তার পাইবে সর্ব্বদেশ।
এতেক ভাবিয়া মনে, নাচে গায় সর্ব্বজনে,
আনন্দেতে পাসরে আপনা,
অযোধ্যার যত লোক, নাহি রহে কোন শোক,
আনন্দে ভূষিত সর্ব্বজনা।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার, পরিধান সবাকার,
রূপে বেশে দেব অবতার,
আহ্লাদে বিহ্বল প্রায়, রামগুণ সবে গায়,
জয় জয় করে বারেবার।

অযোধ্যানগর বাসী, বলে হব দাস দাসী,
মনে সবে অতি হরষিত,
ঘুচিল সবার দুখ, ভুঞ্জিব বিবিধ সুখ,
এত বলি সবে আনন্দিত।

রামের প্রতি বনবাস আজ্ঞা।

কেকয়ী বলেন যাহ সুমন্ত্র ত্বরিত,
ঝাট রামে আন নহে বিলম্ব উচিত।
শুনিয়া চলিল রথ লইয়া সারথি,
উপনীত হইল যেখানে রঘুপতি।
বাহিরে রাখিয়া রথ গেল অন্তঃপুরে,
যোড়হাতে কহে গিয়া রামের গোচরে।
কেকয়ীর সনে রাজা যুক্তি করে ঘরে,
আমারে পাঠায়ে দিলা লইতে তোমারে।
মুখ্য পাত্র সুমন্ত্র শ্রীরাম তাহা জানি,
গৌরবে দিলেন তারে আসন আপনি।
শ্রীরাম বলেন পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধরি,
বিলম্ব না করি আর চল যাত্রা করি।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে চড়িলেন রথে,
দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে।

সারি সারি লোক সবে দাণ্ডাইয়া চায়,
শ্রীরামের যত গুণ সর্ব্বলোকে গায়।
বহু ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজা,
জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পূজা।
এক প্রকোষ্ঠের বহিঃ রহেন লক্ষ্মণ,
ভিতর নিবাসে রাম করেন গমন।
দশরথ রাজা ভূমে লোটে অভিমানে,
কেকয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে।
শ্রীরাম বলেন মাতা কহত কারণ,
কেন পিতা বিষাদিত ভূমিতে শয়ন।
কোপ যদি করেন হাসেন আমা দেখে,
আজি কেন জিজ্ঞাসিলে কথা নাহি মুখে।
কোন্ দোষ করিলাম পিতার চরণে,
উত্তর না দেন পিতা কিসের কারণে।
কি আজ্ঞা পিতার আমি করিব পালন,
সেই কথা মাতা মোরে কহ বিবরণ।
আছুক পিতার কার্য্য তোমার বচনে,
রাজ্য ছাড়ি প্রাণ ছাড়ি কি ছার জীবনে।
শ্রীরাম সরল সে কেকয়ী পাপ হিয়া,
কহিতে লাগিল কথা নিষ্ঠুর হইয়া।
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জ্জর,
তাতে সেবিলাম দিতে চাহিলেন বর।

বিস্ফোট হইলে পুনঃ করি সেবা পূজা,
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা।
এক বরে ভরতে করিব দণ্ডধারী,
আর বরে রাম তুমি হও বনচারী।
দুই বারে দুই বর আছে মম ধার,
মম ধার শুধি তাঁরে সত্যে কর পার।
শিরে জটা ধরি তুমি পরিধে বাকল,
বনে চৌদ্দ বৎসর খাইবে ফুল ফল।
শুনিয়া কহেন রাম সহাস্যবদন,
তোমার আজ্ঞায় মাতা যাব আমি বন।
তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন,
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব গিয়া বন।
ভরতেরে ত্বরিত আনাও মাতা দেশ,
ভরত হইলে রাজা আনন্দ অশেষ।
কেকয়ী বলেন রাম আগে যাহ বন,
ভরত আসিবে তবে এই নিকেতন।
কেকয়ীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস,
বিলম্ব নাহিক মাতা যাব বনবাস।
যাবৎ মায়েরে সীতা করি সমর্পণ,
তাবৎ বিলম্ব মাতা সহিবে এখন।
ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে,
শুনেন দোঁহার বাক্য স্বপ্ন হেন বোধে।

রামচন্দ্র পিতার চরণদ্বয় বন্দে,
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে।
পিতারে প্রণাম করি চলেন ত্বরিত,
হা রাম বলিয়া রাজা উঠেন দুঃখিত।
মুখে নাহি শব্দ রাজা স্তব্ধ অচেতন,
হইলেন বাহির শ্রীরাম সলক্ষ্মণ।

রাম লক্ষ্মণ সংবাদ।

রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে,
প্রাণের দোসর ভাই লক্ষ্মণ সে জানে।
লক্ষ্মণ বলেন সত্য তব কথা পূজি,
স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য ত্যজি।
জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে,
হেন পুত্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে।
আগে রাজ্য দিয়া পরে পাঠান কাননে,
হেন অপযশ পিতা রাখেন ভুবনে।
যাবৎ এ সব কথা না হয় প্রচার,
তাবৎ শ্রীরামচন্দ্র লহ রাজ্যভার।
বার্দ্ধকে দুর্ব্বুদ্ধি রাজা নিতান্ত পাগল,
করিয়াছে বাধ্য তারে কৈকেয়ী কেবল।

যদি রঘুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই,
ভরতে খণ্ডিয়া রাজ্য তোমাকে দেয়াই।
আমি এই আছি রাম তোমার সেবক,
আজ্ঞা কর ভরতের কাটিব কটক।
তুমি আমি দুইজন যদি ধরি বাণ,
তবে রণে কোন জন হবে আগুয়ান।
আস্ফালন লক্ষ্মণ করেন অতিশয়,
শ্রীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয়।
যত যত্ন কর তুমি রাজ্য লইবারে,
তত যত্ন করি আমি যাইতে কান্তারে।
বিমাতার দোষ নহে দোষী নহে কুঁজী,
সকল দেখিবে ভাই বিধাতার বাজি।
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত,
জানিয়া শুনিয়া করিলেন বিপরীত।
ভরত হইতে তাঁর আত্মা প্রতি আশা,
বিমাতার দোষ নাই আমার দুর্দ্দশা।
যে দিন যে হবে তাহা বিধি সব জানে,
দুঃখ না ভাবিহ ভাই ক্ষমা দেহ মনে।
দুঃখ না ভুঞ্জিলে কর্ম্ম না হয় খণ্ডন,
দুখ সুখ দেখ ভাই ললাট লিখন।
প্রবোধ না মানে কালসর্প যেন গর্জ্জে,
সুমিত্রাকুমার শিশু ঘন ঘন তর্জ্জে।

ধনুকেতে গুণ দিয়া চাহে চারিভিতে,
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর লাগিল কহিতে।
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইবে বনবাসী,
রাজ্যভোগ ত্যজি ফল মূল অভিলাষী।
সন্ন্যাস তপস্যা যত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম,
ক্ষত্রিয়ের সদা যুদ্ধ সেই তার ধর্ম্ম।
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বনবাস,
শত্রুর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য আশ।
তোমা বিনা পিতার মনেতে নাহি আন,
তুমি বনে গেলে রাজা ত্যজিবেন প্রাণ।
এই শোকে পিতা মাতা ত্যজিবে জীবন,
পিতা মাতা হত্যা তুমি কর কি কারণ?
অকারণে ধরি এ আজানু বাহুদণ্ড,
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড।
অকারণে ধরি খড়্গ চর্ম্ম ভল্ল শূল,
আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্ম্মূল।
সকল হইবে ব্যর্থ এ সব সম্পদ,
আমি দাস থাকিতে প্রভুর এ আপদ।
শ্রীরাম বলেন তার নাহি অপরাধ,
ভরত না জানে কিছু এতেক প্রমাদ।
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ,
বিধাতা নির্ব্বন্ধ ইহা তাহার কি দোষ।

রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষ্মণ,
না শুনেন রামচন্দ্র কাহার বচন।
শ্রীরাম বলেন শুন অনুজ লক্ষ্মণ,
দেশেতে থাকিয়া কর সবার পালন।
দাস দাসী সবাকারে করিহ জিজ্ঞাসা,
রাজ্য লইবারে ভাই না করিহ আশা।
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে,
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে।
যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ,
একেরে দেখিলে শোক হবে পাসরণ।
লক্ষ্মণ বলেন আমি হই অগ্রসর,
আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর।
যেই তুমি সেই আমি বিমাতা তা জানে,
যদি আমি থাকি তিনি কি করিবেন মনে।
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে,
সেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুইজনে।
রাজার কুমারী সীতা দুঃখ নাহি জানে,
সেবক বিহনে দুঃখ পাবেন কাননে।
শ্রীরাম বলেন ভাই যদি যাবে বন,
বাছিয়া ধনুক বাণ লহ রে লক্ষ্মণ।
বিষম রাক্ষস সব আছে সেই বনে,
ধনুর্ব্বাণ লহ যেন জয়ী হই রণে।

পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষ্মণ সত্বর,
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর।
সুমন্ত্র আনিল রথ করিয়া সাজন,
উঠিলেন রথে সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

বনবাস যাত্রা।

শ্রীরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি,
রথখান চালাইল পবনের গতি।
কত দূরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন,
ভূমেতে পড়িয়া রাজা হৈল অচেতন।
গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর,
দোঁহার হইল শোক একই সোসর।
রাত্রি দিন নাই ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন,
এক শোকে কাতর হৈলেন দুই জন।
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ,
পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ।
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস,
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস।
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরণ,
গেলেন তমসাকূলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।

নানা ফল ফুল দেখি সে নদীর কূলে,
রাজহংস ক্রীড়া করে তমসার জলে।
সুমন্ত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন রাম,
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম।
অস্তগিরি গত রবি বেলার বিরাম,
তমসার জলে স্নান করেন শ্রীরাম।
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইল পাতা,
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম সীতা।
কমণ্ডলু ভরি জল আনিল লক্ষ্মণ,
রাম সীতা প্রক্ষালন করেন চরণ।
হাতে ধনু লক্ষ্মণ রহিলা জাগরণে,
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষ্মণের গুণে।
তমসার কূলে রাম বঞ্চে এক রাতি,
প্রভাতে যোগায় রথ সুমন্ত্র সারথি।
প্রাতঃস্নান আদি করি নিত্য সদাচার,
হইলেন শ্রীরাম তমসা নদী পার।
যেখানে যেখানে শ্রীরামের রথ রয়,
তথাকার লোক আসি দেয় পরিচয়।
বৃদ্ধকালে দশরথ বাধ্য বনিতার,
হেন পুত্র পুত্রবধূ পাঠায় কান্তার।
যেথানে শুনেন রাম পিতার নিন্দন,
করেন সে স্থান হৈতে ত্বরিত গমন।

তমসা ছাড়িয়া আর গোমতী প্রভৃতি,
নদী পার হইলেন রাম মহামতি।
জলে হংস কেলি করে অতি সুশোভন,
আপ্যায়িত হইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুমন্ত্রের প্রতি তবে বলেন শ্রীরাম,
গঙ্গাতীরে রহ আজি করিব বিশ্রাম।
সুমন্ত্র লক্ষ্মণ তায় দিলা অনুমতি,
রথ হৈতে নামিলেন চারি মহামতি।
রাম সীতা লক্ষ্মণ বৈসেন বৃক্ষমূলে,
সুমন্ত্র চালায় অশ্ব জাহ্নবীর কূলে।
ভাস্কর পশ্চিমে যান বেলা অবশেষে,
তখন গেলেন রাম শৃঙ্গবের দেশে।
শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্টমতি,
লাগিলেন বলিতে শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি।
গুহক চণ্ডাল হেথা আছে মম মিত্র,
আমাকে পাইলে হবে প্রফুল্ল চরিত্র।
আমার বচন শুন সুমন্ত্র সারথি,
মিত্রের বাটীতে আমি থাকি এক রাতি।
কহিব শুনিব বাক্য দোঁহে দোঁহাকার,
বিশেষতঃ জানিব পথের সমাচার।

চিত্রকূটে অবস্থিতি।

গুহের গৃহেতে নিশি করিয়া যাপন,
প্রভাতে উঠিলা সীতা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ত্বরা করি গুহ নৌকা করিল সাজন,
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিনজন।
নদীবন এড়াইয়া চলিলেন ক্রমে,
উদিলেন ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমে।
মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ,
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে দ্বিজরাজ।
পরিচয় দিয়া রাম বন্দেন চরণ,
কল্যাণ করিয়া মুনি কহিলা তখন।
গঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি,
বনবাস বঞ্চ হেথা থাকিব সংহতি।
শ্রীরাম বলেন, প্রভু, অযোধ্যা নিকট,
অযোধ্যার লোক আসি ঘটাবে সঙ্কট।
হেথা হৈতে কোন স্থান যে থাকে নির্জ্জন,
যমুনার পারে সে অদ্ভুত হয় বন।
কহ মুনি সেই স্থানে করিব বসতি,
শুনি ভরদ্বাজ বলে শ্রীরামের প্রতি।

যথা বৈসে মুনিগণ বটবৃক্ষ তলে,
মৃগ পক্ষী অগণন চরে দলে দলে।
নানা ফুল ফল শোভে সুগন্ধ সুস্বাদ,
নির্ঝরের ঝর নাদে ভুলায় বিষাদ।
যমুনা অন্তরে গিরি চিত্রকূট নাম,
অতি রম্য স্থান সেই বাল্মীকির ধাম।
তথা গিয়া রাম, তুমি করহ নিবাস,
শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে ভরদ্বাজ স্থানে,
প্রভাতে চলিলা সবে চিত্রকূট পানে।
দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা,
চলিতে কাতরা অতি জনকদুহিতা।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতা পায়ের অঙ্গুলি,
আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলী।
মুনির নগর দিয়া যান তিন জন,
দেখিয়া আইল পথে মুনিপত্নীগণ।
জিজ্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি,
পদব্রজে কেন যাও তুমি রূপবতী।
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী,
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু অতি মনোহর,
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর।

সুন্দর বদন দেখি ভুবনের সার,
ধনুর্ব্বাণ করে উনি কে হন তোমার।
নবীন কমল মুখ ভ্রূভঙ্গি রচিত,
পুলকে মণ্ডিত গণ্ড অল্প বিকসিত।
লাজে অধোমুখী সীতা না বলেন আর,
ইঙ্গিতে বুঝান স্বামী ইনি সে আমার।
কমলিনী সীতা পথে যান ধীরে ধীরে,
সবে উপনীত হন যমুনার তীরে।
লক্ষ্মণ বাঁধিলা ভেলা করিয়া যতন,
পার হৈয়া কূলেতে উঠেন তিনজন।
বাল্মীকির পদ রাম বন্দেন তখন,
রামেরে দেখিয়া মুনি হরষিত মন।
বলিলেন রাম তুমি রাজার নন্দন,
তপস্বীর বেশে কেন আইলে এ বন।
শ্রীরাম বলেন মুনি পিতার আদেশে,
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে।

ভরতের চিত্রকূটে গমন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা,
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা।

তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর,
জানকী কুটীর মধ্যে লক্ষ্মণ বাহির।
হেনকালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশ,
করিলেন শ্রীরামের আশ্রমে প্রবেশ।
গলবস্ত্র ভরত নয়নে বহে নীর,
পথ পর্যাটনে অতি মলিন শরীর।
পড়িলেন শ্রীরামের চরণকমলে,
আদরে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে।
পরস্পর সম্ভাষ করেন সর্ব্বজন,
যথাযোগ্য আলিঙ্গন পদাভিবন্দন।
ভরত কহেন ধরি রামের চরণ,
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন।
বামাজাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে,
তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে।
অপরাধ ক্ষমা কর চল রাম দেশ,
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মম ক্লেশ।
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার,
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার।
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্যভার,
দাসবত কর্ম্ম করি আজ্ঞা অনুসার।
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত,
না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত।

মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়,
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার।
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য,
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ।
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল,
বলহ ভরত, আগে পিতার কুশল।
বশিষ্ঠ বলেন রাম না কহিলে নয়,
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয়।
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ,
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন রোদন।
বশিষ্ঠ বলেন রাজা গিয়া পরলোকে,
রক্ষা পাইলেন রাম তোমা পুত্রশোকে।
সুমন্ত্র কহিল গিয়া তুমি গেলে বন,
হা রাম বলিয়া রাজা ত্যজিলা জীবন।

শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়,
ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়।
তোমা বিনা ভরতের আর নাই গতি,
বুঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি।
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী,
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি।
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্য ভাব,
ভরতের রাজত্বে আমার রাজ্য লাভ।

যাও ভাই ভরত ত্বরিতে অযোধ্যায়,
মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়।
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে,
কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোনক্ষণে।
তোমারে জানাব কত আছ হে বিদিত,
বিবেচনা করিবে সর্ব্বদা হিতাহিত।
চতুর্দ্দশ বৎসর অন্তেতে পুনরায়,
চারি ভাই একত্র হইব অযোধ্যায়।
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়,
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য্য নয়।
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা,
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা।
শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক,
পাদুকা লইয়া যাও কি কব অধিক।
নন্দিগ্রাম পাট করি কর রাজকার্য্য,
সাবধান হইয়া পালহ পিতৃরাজ্য।

রামের দণ্ডকারণ্য ভ্রমণ।

আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্ব্বার,
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার।
চিত্রকূট অযোধ্যা নহেত বহুদূর,
ভরত ভায়ের ভক্তি আমাতে প্রচুর।
রঘুনাথ এইমত চিন্তি মনে মনে,
চলিলেন চিত্রকূট ছাড়িয়া দক্ষিণে।
কতদূর যান তাঁরা করি পরিশ্রম,
সম্মুখে দেখেন অত্রিমুনির আশ্রম।
প্রবেশিয়া তিন জন পুণ্য তপোবন,
বন্দনা করেন অত্রি মুনির চরণ।
রামে দেখি মুনিবর উঠিয়া যতনে,
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইলেন আসনে।
আপন পত্নীর ঠাঁই সমর্পিল সীতা,
পালন করহ যেন আপন দুহিতা।
দেখি মুনি পত্নীকে ভাবেন মনে সীতা,
মূর্ত্তিমতী করুণা কি শ্রদ্ধা উপস্থিতা।
শুক্লবস্ত্র পরিধান শুক্ল সর্ব্ব বেশ,
করিতে করিতে তপ পাকিয়াছে কেশ।
ধরিয়া তপস্বী মূর্ত্তি করেন তপস্যা,
জ্ঞান হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা।

কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা,
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রির বনিতা।
আশীর্ব্বাদ করিলেন অত্রি মহামুনি,
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশ বাণী।
শুন রাম রাক্ষস প্রধান এই দেশ,
সদা উপদ্রব করে দেয় বহু ক্লেশ।
অগ্রেতে দণ্ডকারণ্য অতি রম্যস্থান,
তথা গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান।
মুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি,
দণ্ডক কানন মধ্যে করিলেন গতি।
আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ,
মধ্যেতে জনকসুতা কি শোভা তখন।
ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত,
ময়ূরের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত।
নানা পক্ষীর কলরব শুনিতে মধুর,
সরোবরে কত শত কমল প্রচুর।
বনমধ্যে অনেক মুনির নিবসতি,
শ্রীরামেরে দেখিয়া হরিষে করে স্তুতি।
রাজ্যে থাক বনে থাক তোমার সমান,
যথা তথা থাক রাম তুমি ভাগ্যবান।
রম্য জল রম্য ফল মধুর সুস্বাদ,
আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ।

দেখিতে হইল ইচ্ছা দণ্ডক কানন,
তিনজন মনসুখে করেন ভ্রমণ।
সম্ভাষিতে রামেরে আইল বনবাসী,
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী।
অনাহার কেহ বরিষার চারি মাস,
কেহ কেহ সর্ব্বকাল করে উপবাস।
গাছের বল্কল পরে শিরে জটা ধরে,
মৃগচর্ম্ম ধরে কেহ কমণ্ডলু করে।
মুনিগণে দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ,
করেন প্রণতি স্তুতি করি যোড়হাত।
মুনিরা করেন স্তুতি রামের গোচর,
শ্রীরাম বলেন প্রভু না করিহ ডর।
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস সঞ্চার,
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার।
মুনিগণ সঙ্গে রঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
তপোবন দরশনে করেন গমন।

পঞ্চবটীতে অবস্থিতি।

অগস্ত্য সংবাদ শুনি হয়ে আনন্দিত,
আজ্ঞা করিলেন রামে আনহ ত্বরিত।

সবাঁরে লইয়া গেল মুনির আজ্ঞায়,
দেখিয়া মুনির মনস্তাপ দূরে যায়।
অগস্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন।
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব্ব দরশন,
লক্ষ্মণের চরিত্রে আমার চমৎকার,
দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী লক্ষ্মণ তোমার।
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন,
সেই নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন।
করিয়া প্রভাতকৃত্য শ্রীরঘুনন্দন,
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন।
পিতৃসত্য পালিবারে আসিয়াছি বনে,
আজ্ঞা কর অগস্ত্য থাকিব কোন স্থানে।
অগস্ত্য বলেন শুনি রামের বচন,
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র ভবন।
গোদাবরী তীরে রাম দিব্য আয়তন,
পঞ্চবটী গিয়া তথা থাক তিন জন।
অগস্ত্যের স্থানে রাম হইয়া বিদায়,
চলেন দক্ষিণে সীতা লক্ষ্মণ সহায়।
পঞ্চবটী দেখিয়া শ্রীরাম বড় সুখী,
পঞ্চবটী দেখি অতি প্রফুল্ল জানকী।
লক্ষ্মণে বলেন রাম বাঁধ বাসা ঘর,
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর।

লক্ষ্মণ বলেন রাম আপনি প্রধান,
কোন স্থানে বাঁধি ঘর কর সম্বিধান।
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী তীরে,
সুশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে
নিকটে প্রসর ঘাট তাতে নানা ফুল,
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল।
শ্রীরাম বলেন হেথা বাঁধ বাসা ঘর,
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর।
শ্রীরামের আজ্ঞাতে বাঁধেন দিব্য ঘর,
এক দিনে লক্ষ্মণ সে অতি মনোহর।
পূর্ণকুম্ভ দ্বারেতে কুসুম রাশি রাশি,
অগ্নিপূজা করি হইলেন গৃহবাসী।
পাতা লতা নির্ম্মিত সে কুটীর পাইয়া,
অযোধ্যার অট্টালিকা গেলেন ভুলিয়া।

মায়ামৃগ।

বনমধ্যে লুকাইয়া রহিল রাবণ,
আলো করি মায়ামৃগ করিল গমন।
দেখিয়া আপনি মূর্ত্তি আপনি উলটে,
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে।

রাম সীতা বসিয়া আছেন দুই জন,
সেইখানে মৃগ গিয়া দিল দরশন।
রামেরে বলেন সীতা মধুর বচন,
অনুমতি যদি হয় করি নিবেদন।
এই মৃগচর্ম্ম যদি দেও ভালবাসি,
কুটীরে কৌতুকে তবে বিছাইয়া বসি।
আদরে শুনিয়া রাম সীতার বচন,
ডাক দিয়া লক্ষ্মণেরে বলেন তখন।
অদ্ভুত হরিণ ভাই দেখ বিদ্যমান,
অপূর্ব্ব সুন্দর রূপ কাহার নির্ম্মাণ।
দুই পাশে শোভা করে চন্দ্রের মণ্ডলী,
ধবল বিন্দু যেন গায়ে শোভাবলী।
রাঙ্গা জিহ্বা মেলে যেন অগ্নি হেন দেখি,
আকাশের তারা যেন শোভে দুই আঁখি।
দুই শৃঙ্গ অল্প দেখি প্রবালের বর্ণ,
রূপে আলো করিতেছে রম্য দুই কর্ণ।
জানকী চাহেন এই হরিণের চর্ম্ম,
বুঝ দেখি লক্ষ্মণ ইহার কিবা মর্ম্ম।
লক্ষ্মণ মৃগের রূপ করি নিরীক্ষণ,
রামেরে কহেন কিছু প্রবোধ বচন।
মায়াবী রাক্ষস শুনিয়াছি মুনি মুখে,
পাতিয়া মায়ার ফান্দ ধরিবেক সুখে।

রূপে ভুলাইয়া আগে মন সবাকার,
বনে গিয়া রক্ত মাংস করিবে আহার।
নানা মায়া ধরে দুষ্ট মায়ার পুত্তলী,
আমা সবা ভাণ্ডিবারে পাতে মায়াজালী।
অবশ্য রাক্ষস আছে সঙ্গেতে ইহার,
নতুবা না হয় হেন মৃগের সঞ্চার।
ভালমতে ইহা আগে করিব নির্ণয়,
মারীচের মায়া কি স্বরূপ মৃগ হয়।
লক্ষ্মণ সুবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে,
যত যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে।
লক্ষ্মণের বচনে কহেন রঘুবীর,
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির।
যদ্যপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধী পাপী,
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি।
সে না হয়ে যদ্যপি রাক্ষস অন্য জন,
মারিয়া করিব নিষ্কণ্টক তপোবন!
রাক্ষস না হয় যদি হয় মৃগজাতি,
স্বর্ণ মৃগ ধরিলে পাইব মনঃপ্রীতি।
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে,
মৃগচর্ম্ম লইয়া আসিব এইক্ষণে।
যাবত মারিয়া মৃগ নাহি আসি ঘরে,
তাবত করহ রক্ষা লক্ষ্মণ সীতারে।

আমার বচন কভু না করিহ আন,
প্রমাদ না পড়ে যেন হও সাবধান।
ঐশিক বিশিখ রাম পূরেন সন্ধান,
মারীচের বুকে বাজে বজ্রের সমান।
তখন মারীচ করে রাবণের হিত,
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচম্বিত।
লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
শুনিয়া রামের হয় কম্প কলেবরে।
মারীচেরে সংহারিয়া বাণ লয়ে হাতে,
সীতার নিকটে রাম চলেন ত্বরিতে।

সীতা হরণ।

দূরেতে রাক্ষস ঝরে রাম তুল্য ধ্বনি,
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।
হেথা সীতা শুনিলেন কর্ণে বচন,
বলিলেন ঝাট যাও দেবর লক্ষ্মণ।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন হে তোমারে,
দেখ গিয়া তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে।
লক্ষ্মণ বলেন নাই শ্রীরামের ভয়,
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।

শ্রীরামের মুখে নাই কাতর বচন,
এত ব্যস্ত হও সীতা কিসের কারণ।
রামেরে মারিতে পারে আছে কোন জন,
তুমি কি জান না দেবি, ধনুক ভঞ্জন।
রামের বচন সীতা আমি নাহি শুনি,
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী।
কারে রাখি, তোমার নিকটে কেবা রহে,
শূন্য ঘরে সীতা থাক উপযুক্ত নহে।
তাহা না মানেন সীতা হয়ে উত্তরোলী,
শিরে ঘা হানেন সীতা দেন গালাগালি।
শিরে ঘা হানেন সীতা নেত্রজলে তিতে,
সীতা প্রণমিয়া যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে।
হইল বিমুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ,
থাকিয়া বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ।
এত দূরে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ,
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা পাশ।
ভিক্ষা ঝুলি করে তার স্কন্ধে ধরে ছাতি,
সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা গতি।
রাবণ বলিল ভিক্ষা আনহ সত্বর,
নতুবা উত্তর দেহ যাই নিজ ঘর।
জানকী ভাবেন ব্যর্থ অতিথি যাইবে,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম নষ্ট হবে প্রভু কি বলিবে।

ফল হাতে বাহিরেতে গেলেন জানকী,
লইতে আইল দুষ্ট রাবণ পাতকী।
ধরিয়া সীতার কর লইল ত্বরিত,
জানকী বলেন হায়! একি বিপরীত।
দুরাচার দূর হরে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন,
আমা লাগি হবে তোর সবংশে মরণ।
রাবণ বলিল সীতা শুনহ বচন,
আত্ম পরিচয় কহি আমি দশানন।
রাক্ষসের রাজা আমি লঙ্কা নিকেতন,
তপস্বীর বেশ ধরি বসি তপোবন।
ত্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর,
কোথা গেলে প্রভু রাম গুণের সাগর।
সিংহের বিক্রম প্রিয় দেবর লক্ষ্মণ,
শূন্য ঘরে পেয়ে মোরে হরিল রাবণ।
তুমি যাহা বলিলে ফলিল বিদ্যমান,
ঝাট আইস দেবর করহ পরিত্রাণ।
সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ,
মেঘের উপরে শোভে চপলা যেমন।
বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন শ্রীরাম,
চক্ষু মুদি ভাবেন সে দূর্ব্বাদলশ্যাম।
সীতা লৈয়া রাবণ চলায় দিব্য রথে,
রাম আইল বলিয়া দেখিল চারিভিতে।

জানকী বলেন শুন যত দেবগণ,
প্রভুরে কহিও সীতা হরিল রাবণ।
হায় বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে,
এমন না দেখি বন্ধু সীতারে যে রাখে।
বনের ভিতরে যত আছ বৃক্ষলতা,
রামেরে কহিও গেল তোমার বনিতা।
মধুর বচনে যত বুঝান রাবণ,
শোকেতে জানকী তত করেন রোদন।
ঋষ্যমুখ নামে গিরি অতি উচ্চতর,
চারি পাত্র সহিত সুগ্রীব তদুপর।
নল নীল হনুমান পবননন্দন,
জাম্বুবান সুগ্রীব বসেছে দুই জন।
পক্ষী যেন বসিয়াছে পর্ব্বতের মাঝ,
ডাকিয়া বলেন সীতা শুন মহারাজ।
শ্রীরামের নারী আমি সীতা নাম ধরি,
গায়ের ভূষণ ফেলি গলার উত্তরী।
রামের সহিত যদি হয় দরশন,
তাঁহাকে কহিও সীতা হরিল রাবণ।

রামের বিলাপ।

যেমনি চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন,
আসিতে দেখেন পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি,
ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন রঘুমণি।
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী,
শূন্য ঘরে জানকীরে একাকিনী রাখি।
মায়ামৃগ ছলে আমা লইল কাননে,
হের দেখ রাক্ষস পড়েছে মোর বাণে।
ভয়ঙ্কর বিকট মুষল ডানি হাতে,
দেখ ভাই মারীচ পড়িয়া আছে পথে।
এই মত কহিতে কহিতে দুই ভাই,
বায়ুবেগে চলিলেন অন্য জ্ঞান নাই।
উপনীত হইলেন কুটীরের দ্বার,
সীতা সীতা বলিয়া ডাকেন বার বার।
শূন্য ঘর দেখেন না দেখেন জানকী,
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন শ্রীরাম ধানুকী।
প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমূল,
দেখেন সর্ব্বত্র রাম হইয়া ব্যাকুল।
পাতি পাতি করিয়া চাহেন দুই বীর,
উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর।

গিরিগুহা দেখেন মুনির তবোবন,
নানা স্থানে সীতারে করেন অন্বেষণ।
একবার যেখানে করেন অন্বেষণ,
পুনর্ব্বার যান তথা সীতার কারণ।
এইরূপে এক স্থানে যান শতবার,
তথাপি না পান দেখা শ্রীরাম সীতার।
কান্দিয়া বিকল রাম জলে ভাসে আঁখি,
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী।
রামের আশ্রমে আসি যত মুনিগণ,
রামেরে কহেন কত প্রবোধ বচন।
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম,
সদা মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম।
সীতা সীতা বলিয়া পড়েন ভূমিতলে,
করেন লক্ষ্মণ বীর শ্রীরামেরে কোলে।
বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী,
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি।
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়,
গেলেন জানকী নাহি জানায়ে আমায়।
গোদাবরী তীরে আছে কমল কানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।
চির দিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস।
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে।
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এত দিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমনি জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জনক দুহিতা,
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তম নিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকল অন্ধকার।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই করি অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন।
শুন শুন মৃগ পক্ষী, বন বৃক্ষ লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।

ওহে গিরি এ সময়ে কর উপকার,
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।
হে অরণ্য তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ,
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।
ক্ষণেক উঠেন রাম বৈসেন ক্ষণেক,
উন্মত্তের প্রায় রাম বলেন অনেক।
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে,
দেখিয়াছ তোমরা কি এ বনে সীতাকে ?
নানা মত শ্রীরামেরে বুঝান লক্ষ্মণ,
শোকাকুল শ্রীরাম না মানেন বচন।
আইল রজনী স্থান থাকিবার নাই,
শূন্য ঘরে পুনঃ আইলেন দুই ভাই।
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত,
শূন্য ঘর দেখি আরো হইলেন ব্যস্ত।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ,
গোদাবরী জীবনেতে ত্যজিব জীবন।
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন,
সীতা সীতা বলিয়া হৈলেন অচেতন।
ভাই ভাই বলিয়া লক্ষ্মণ করে কোলে,
গাঁথিল মুক্তার হার নয়নের জলে।

সুগ্রীব মিলন।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ দোঁহে ভ্রমেন দণ্ডকে,
সহায় করিতে যান বানর কটকে।
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত শিখরে,
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে।
সুগ্রীব বলিল দেখি তপস্বী উভয়,
কিন্তু ধনুর্ব্বাণ ধরে মনে লাগে ভয়।
হইবে তপস্বিবেশে রাজার কুমার,
ঝাট যাহ হনুমান আন সমাচার।
যায় হনুমান বীর তপস্বীর বেশে,
পরম গৌরব করি উভয়ে সম্ভাষে।
হনুমান বলে প্রভু যে দেখি আকার,
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার।
চন্দ্র সূর্য্য জিনি রূপ ভ্রম ভূমিতলে,
গগনমণ্ডল ছাড়ি কেন বনস্থলে।
কোথা ঘর কি কারণে হেথা আগমন,
বিশেষিয়া কহ প্রভু সর্ব্ব বিবরণ।
সুগ্রীব বানররাজা লোকে খ্যাতিমান,
তাঁহার সচিব আমি নাম হনুমান।
তোমা সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ,
পাঠাইলা সুগ্রীব আমারে তব পাশ।

শ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ, বচন,
সুগ্রীবের পাত্র সহ কর সম্ভাষণ।
এতেক বলেন যদি কমললোচন,
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লক্ষ্মণ।
মহারাজা দশরথ পৃথিবী ভূষণ,
আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আইলাম পিতৃসত্য পালিতে কানন,
শূন্য ঘরে সীতা পেয়ে হরিল রাবণ।
কোন সিদ্ধপুরুষে কহিল উপদেশ,
সুগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্লেশ।
ভ্রমিতেছি আমরা সুগ্রীবের উদ্দেশে,
দোঁহারে লইয়া চল সুগ্রীবের পাশে।
হনুমান বলে তবে উভয় দর্শনে,
পরস্পর তুষ্টি হবে উভয়ের মনে।
সুগ্রীবের রাজ্য নাই তার নাই নারী,
বালী রাজা হরিয়া করিল দেশান্তরী।
সুগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার,
সুগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার।
হারাইয়া রাজ্য ভ্রমে সুগ্রীব কাননে,
রাজ্যসুখ পাবে সে তোমার দরশনে।
শ্রীরাম বলেন কপি করহ গমন,
সুগ্রীবের সহ মোর করাহ মিলন।

শুনিয়া রামের বাক্য যায় হনুমান,
কহেন সকল সুগ্রীবের বিদ্যমান।
আইলেন রাম দশরথের কুমার,
পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া করহ শিষ্টাচার।
তাঁহারে সহায় যদি কর মহারাজ,
ইহ পরকালে তব সিদ্ধ হবে কাজ।
রামের অনুজ সে লক্ষ্মণ সুলক্ষণ,
সুবর্ণ কুবর্ণ মানি করি নিরীক্ষণ।
রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ,
সেই হেতু তেমোকে তাঁহার প্রয়োজন।
শুনিয়া সুগ্রীব রাজা আপনা পাসরে,
ফল পুষ্প লয়ে গেল শ্রীরাম গোচরে।
বড় ভাগ্য সুগ্রীবের বিধির লিখন,
শুভক্ষণে করিল শ্রীরাম দরশন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শ্রীরামের পূজা করে,
প্রেমানন্দে সুগ্রীবের নেত্রে নীর ঝরে।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ,
হইয়াছি জ্ঞাত রাম তোমার যে কাজ।
কহিলা সকল আমারে হনুমান,
সীতার উদ্ধার হেতু আইলে এ স্থান।
দুই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে,
অগ্নি সাক্ষী করি দোঁহে মিত্র মিত্র বলে।

পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী,
অগ্নি সাক্ষে এই সত্য হইল দোঁহারি।
সুগ্রীব বলেন রাম কহি সবিশেষ,
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ।
আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ব্বতে,
দেখিলাম এক কন্যা রাবণের রথে।
হাত পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি,
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজঙ্গিনী।
গলার উত্তরী আর অঙ্গের ভূষণ,
রথ হৈতে পড়িল যেমন তারাগণ।
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার সুন্দরী,
যত্ন করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী।
যদি আজ্ঞা হয় তবে আনি তা এখন,
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভূষণ।
শ্রীরাম বলেন মিত্র কর সে বিধান,
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ।
সুগ্রীব ভূষণ আনি করিলা অর্পণ,
লক্ষ্মণে চাহিয়া রাম কহিলা তখন।
নয়নের জলে মোর আঁধিল নয়ন,
চিনিয়া লহরে ভাই, সীতার ভূষণ।
সীতার চরণ ভূষা করিয়া গ্রহণ,
সকাতরে শ্রীরামেরে কহেন লক্ষ্মণ।

সুমিত্রা অধিক মোর জননী জানকী,
বদনে চাহিয়া তাঁর কভু নাহি দেখি।
না পারি চিনিতে হার কুণ্ডল কেয়ূর,
কেবল চিনেছি এই চরণ নূপুর।
অবশ হইয়া রাম পড়েন ভূতলে,
শরীর ভাসিল তাঁর নয়নের জলে।
বিলাপ করেন কোথা রহিলে সুন্দরী,
তোমার ভূষণ এই তোমার উত্তরী।
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে,
কোন দিকে গেলে প্রিয়ে জানিব কিমতে।
লক্ষ্মণ উদ্যোগ কর আন ধনুর্ব্বাণ,
অরি বধ করি, করি শোকাগ্নি নির্ব্বাণ।

শ্রীরামের মনস্তাপ।

নীর অষ্ট মাসের বরিষকালে শোষে,
মেঘ সঞ্চারিয়া চারি সাগর বরিষে।
বরিষার ধারাতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ,
সীতারে স্মরিয়া রাম করেন সন্তাপ।
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ আরতি,
দুরন্ত বরিষা ঋতু স্থির নহে মতি

সূর্য্য চন্দ্র দোঁহে বরিষার মেঘে ঢাকে,
আমিত মরিব ভাই জানকীর শোকে।
চতুর্দ্দিকে জল স্থল সব একাকার,
কেমনে হইবে কপিসৈন্য আগুসার।
জলধর নিরন্তর বরিবে আকাশে,
জলে মগ্না ধরণী, ধরণীধর ভাসে।
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কিমতে,
কটক লইয়া চল সীতা উদ্ধারিতে।
নদ নদী শুকাইবে শুষ্ক হবে পথ,
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ।
একাকিনী অনাথিনী শত্রুমধ্যে বাস,
কেমনে বাঁচিবে সীতা এই কয় মাস।
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত,
কি করিবে ভাই তুমি কি করিবে মিত।
পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই সাগরের পার,
অভাগী সীতার দেখি শয়ন আহার।
বরিষা হইল গত শরৎ প্রবেশ,
তথাপিও না হইল সীতার উদ্দেশ।
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গর্জ্জন,
নির্ম্মল চন্দ্রমা তারা প্রকাশে গগন।
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে,
মরিলেন সীতা বুঝি দিন গেল বয়ে।

সুগ্রীব, আমাকে নাহি ভাবে সে নির্দ্দয়,
রাজ্য পেয়ে সুখে আছে আপন আলয়।
তাহার লাগিয়া আমি মারিলাম বালী,
আমাকে না স্মরে কপি রাজভোগে ভুলি।
বালীকে বধিয়া অতি পাইলাম লাজ,
ধর্ম্মাধর্ম্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ।
কিস্কিন্ধ্যা পাইল কপি আমার কারণে,
এখন আমার কর্ম্ম নাহি করে মনে।
এইক্ষণে যাও ভাই কিস্কিন্ধ্যানগর,
সমক্ষে বলিহ তারে উচিত উত্তর।
লক্ষ্মণ বলেন যাই কিস্কিন্ধ্যানগর,
দেখিব কেমন আজি সুগ্রীব বানর।

সুগ্রীব ভর্ৎসন।

লক্ষ্মণ বিদায় হয়ে শ্রীরামের স্থানি,
বাম হস্তে ধনুক দক্ষিণ হস্তে বাণ।
মহাকোপে চলিলেন ঘূর্ণিত লোচন,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিল ত্রিভুবন।
কিস্কিন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত,
দ্বারে দেখে অঙ্গদের কটক বেষ্টিত।

লক্ষ্মণ বলেন শুন বালীর নন্দন,
সুগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন।
মহামন্ত্রী হনুমান অতি তীক্ষ্মমতি,
কহেন কুশল বাক্য সুগ্রীবের প্রতি।
রাবণের ভয়ে যদি রামেরে ছাড়িবে,
লক্ষ্মণের হাতে তুমি কেমনে বাঁচিবে।
রাবণ সাগর পারে, দ্বারেতে লক্ষ্মণ,
লক্ষ্মণের বাণাগ্নিতে মরিবে এখন।
সত্য করিয়াছ রাজা অগ্নি সাক্ষী করি,
শ্রীরামের কার্য্য কর চল ত্বরা করি।
সত্যবাদী লোক করে সত্যের পালন,
সত্যের কারণ রাম আইলেন বন।
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে,
তেঁই সে রামের বাণে বালীরাজা মরে।
তেঁই সে পাইলে তুমি ছত্র নব দণ্ড,
তেঁই প্রজাগণ লৈয়া কর রাজ্যখণ্ড।
হনূমান নিরপেক্ষ সুগ্রীবে সম্ভাষে,
মধুর বচনে রাজা হনূমানে তোষে।
লক্ষ্মণেরে আনাইতে করেন আদেশ,
লক্ষ্মণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ।
দেখিয়া সুগ্রীব-রাজা উঠিলা সম্ভ্রমে,
ডাহিনে উঠিল তারা উমা উঠে বামে।

যোড় হস্তে লক্ষ্মণেরে করিল স্তবন,
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন।
কুপিত লক্ষ্মণ বীর না লন আসন,
সুগ্রীবেরে কহিলেক আরক্ত নয়ন।
সুগ্রীব করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি,
উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলা চাতুরী।
রাত্রি দিন ক্লেশ পাই দুই ভাই বনে,
বারেক না কর তত্ত্ব মত্ত সর্ব্বক্ষণে।
পাইলে কাহার গুণে কিস্কিন্ধ্যানগরী,
কাহার প্রসাদে তুমি রাজ্য অধিকারী।
সরল হৃদয় রাম তুমি হে নিষ্ঠুর,
সাধিলে আপন কার্য্য সত্য করি দূর।
পৃথিবীতে কে কোথায় হেন কার্য্য করে,
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে।
তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্য ভার,
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার।
লক্ষ্মণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল,
ত্রাসেতে সুগ্রীব রাজা চিন্তিত হইল।
ত্বরা করি কাতরা উঠিয়া তারা রাণী,
লক্ষ্মণের পায়ে ধরি বলে মৃদুবাণী।
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গর্ব্বিত,
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত।

সুগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত,
এত তিরস্কার প্রভু না হয় উচিত।
ক্ষমা কর রাজপুত্র হও তুমি স্থির,
রাম কার্য্য সকলে করিবে কপিবীর।
দূরদেশে পর্ব্বতেতে সমুদ্রের পারে,
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে।
সংবাদ করিয়া শীঘ্র আনি সে সবারে,
সম্বর সম্বর ক্রোধ লক্ষ্মণ আমারে।
তথাপি শ্রীলক্ষ্মণের কোপ নাহি টুটে,
বসাইল হাতে ধরি তারা স্বর্ণ খাটে।
তারার বিনয় বাক্যে সুস্থির লক্ষ্মণ,
সীতার উদ্দেশ হেতু গেল কপিগণ।

রাবণ ও বিভীষণ সংবাদ।

দূত মুখে জ্ঞাত হৈয়া সীতার কাহিনী,
শুভ যাত্রা করিলেন রাম রঘুমণি।
চলিল বানর ঠাট নাহি দিশ পাশ,
কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী আকাশ।
মহামার শব্দ করে কপিগণ চলে,
উত্তরিল গিয়া সবে সাগরের কূলে।

সিন্ধু কূলে রহিলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
চর মুখে সব বার্ত্তা জানিল রাবণ।
নিকষা নামেতে সতী রাবণের মা,
বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাঁপে গা।
আসিয়া কহিল বৃদ্ধা বিভীষণ প্রতি,
শুন পুত্র তুমিত ধার্ম্মিক শুদ্ধমতি।
রাবণ তপের ফলে এত সুখভজে,
আনিয়া রামের সীতা সবংশে বা মজে।
যে মারে রাক্ষসগণে তার সনে বাদ,
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতেক প্রমাদ।
আর না থাকিব হেন পুত্রের নিকট,
দেখিয়া না দেখে দুষ্ট এতেক সঙ্কট।
অবোধে বুঝাও যেন রাম না বাহুড়ে,
যাবত্ত রামের বাণে লঙ্কা নাহি পোড়ে।
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল সত্বর,
পাত্র মিত্র সহ যথা আছে লঙ্কেশ্বর।
রাবণেরে প্রণাম করিল বিভীষণ,
আশীর্ব্বাদ করি রাজা দিল সিংহাসন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন বিভীষণ,
সভাস্থ সকলে স্তব্ধ করিছে শ্রবণ।
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ,
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে আপদ।

হাতে ধরি বিভীষণ কহে জনে জন,
বুঝহ আপন হিত শুন বীরগণ।
আপন শক্তিতে ভাই না করিহ ভয়,
হিতবাক্য বলি ভাই শুন লঙ্কেশ্বর।
সীতা পাঠাইয়া দিলে থাকিবে নির্ভয়,
সীতারে রাখিলে ভাই জীবন সংশয়।
কোন কার্য্যে মজাইতে চাহ লঙ্কাপুরী,
পাঠাইয়া দেহ সীতা রামের সুন্দরী।
এত যদি বিভীষণ রাবণেরে বলে,
শুনিয়া রাবণ রাজা অগ্নি হেন জ্বলে।
বিভীষণ যেন জ্যেষ্ঠ আমিতো কনিষ্ঠ,
আমি অধর্ম্মিষ্ঠ বড় সে বড় ধর্ম্মিষ্ঠ।
মানুষ বেটার ভয়ে কাঁপে বিভীষণ,
হেন ভাই না রাখিব আপন ভবন।
বিভীষণে দূর কর যুক্তি বলি সার,
যুদ্ধ বিনা গতি নাই কিসের বিচার।
এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাবণ,
আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ।
ধার্ম্মিক শ্রীরাম দেখ সর্ব্বলোকে কয়,
অধার্ম্মিক সঙ্গে থাকা জীবন সংশয়।
দুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন,
সেই মত তব পাপে মজে পুরজন।

এত যদি বলিল রাক্ষস বিভীষণ,
তাহাকে কাটিতে খাণ্ডা তুলিল রাবণ।
রাবণ তুলিল খাণ্ডা কাটিবার মনে,
খাণ্ডাখান চাপিয়া ধরিল পাত্রগণে।
চারিদিগে পাত্র মিত্র ধরে হাতাহাতি,
কোপেতে রাবণ তাকে মারিলেক লাথি।
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইল রাবণ,
অন্তরীক্ষে উঠি বলে বীর বিভীষণ।
রাজ্য রক্ষা হেতু বলিলাম যে বচন,
তেকারণে হইলাম লাথির ভাজন।
এক কথা বলি আমি ভাইরে রাবণ,
মৃত্যুকালে স্মরিহ আমার এ বচন।

বিভীষণ সহ মিত্রতা ও লঙ্কাপ্রবেশ।

আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ,
সাগর কূলেতে থাকি দেখে কপিগণ।
অন্তরীক্ষে থাকি বলে আমি বিভীষণ,
রামের চরণে আমি লইব শরণ।
বিভীষণের সংবাদ কহিছে দূতগণ,
বসিলেন মন্ত্রণা করিতে মন্ত্রিগণ।

সুগ্রীব বলেন শুন এ নহে উচিত,
ছল করি যদি আর করে বিপরীত।
জাম্বুবান পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি.
বৈরিরে নিকটে আনা নহে মম মতি।
হেনকালে কহে আসি বীর হনুমান,
এই বিভীষণ মোরে দিল প্রাণদান।
এই যুক্তি শুন মন্ত্রি আন বিভীষণে,
বিভীষণ সহায়েতে মারিবে রাবণে।
শ্রীরাম বলেন শুন সুগ্রীব ভূপতি,
অন্যমত না ভাবিহ বিভীষণ প্রতি।
কাতর হইয়া যেবা লইল শরণ,
পরকাল নষ্ট যদি না করি পালন।
বিভীষণ থাক যদি আইসে রাবণ,
হইলে শরণাগত করিব পালন।
রামের আজ্ঞায় কপি গেল অন্তরীক্ষে,
বিভীষণে আনি দিল রামের সমক্ষে।
বিভীষণ বলে শুন রাম গুণধাম,
রাবণ অনুজ আমি বিভীষণ নাম।
সীতারে হরিয়া লঙ্কা মজায় রাবণ,
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ।
শ্রীরাম বলেন বলি শুন বিভীষণ,
যুক্তি করি তোমারে কি পাঠাল রাবণ?

যে হও সে হও যবে লয়েছ শরণ,
আজি হতে তুমি মম মিত্র বিভীষণ।
সর্ব্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি,
লঙ্কার রাজত্ব দেহ বিভীষণোপরি।
শ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ,
সিন্ধুজলে বিভীষণে করে অভিষেক।
বান্ধা গেল সাগর কটক হইল পার,
দিনে দিনে রাবণের টুটে অহঙ্কার।
পার হৈয়া রঘুনাথ করেন মন্ত্রণা,
চারি দ্বার চাপিয়া হইল চারি থানা।
রাবণ বিস্ময়াপন্ন ভাবে মনে মন,
মন্ত্রণা করিতে সব আনে মন্ত্রিগণ।

ইন্দ্রজিত বধার্থ লক্ষ্মণের গমন।

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ,
কিরূপেতে ইন্দ্রজিত হইবে পতন।
বিভীষণ বলে শুন রাজীবলোচন,
সামান্যেতে ইন্দ্রজিত না হবে পতন

নিকুম্ভিল যজ্ঞ করে দুষ্ট নিশাচর,
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর।
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া যদি যায় রণে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে কার সাধ্য জিনে।
আহুতি ঢালিয়া যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ,
এ সময়ে গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ।
মেঘনাদে মারিবারে সন্ধি আমি জানি,
লক্ষ্মণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি।
শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ.
কেমনে সঙ্কটে আমি পাঠাব লক্ষ্মণ।
একে ইন্দ্রজিত সেই দুষ্ট নিশাচর,
তাহাতে সঙ্কট পুরী লঙ্কার ভিতর।
বালক লক্ষ্মণ হয় সহজে কাতর,
মনোদুখে ফলাহারে শীর্ণ কলেবর।
কষ্ট পেয়ে বলহীন ভাবি তাই মনে,
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইন্দ্রজিত সনে।
বিভীষণ বলে গোঁসাই ভাব কি কারণ,
শত ইন্দ্রজিত বল ধরেন লক্ষ্মণ।
তাহাতে সাপক্ষ আছে যত কপিগণ,
মুহূর্ত্তেকে ইন্দ্রজিত হইবে নিধন।
লক্ষ্মণের যত শক্তি আমি তাহা জানি,
যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ বীরে পাঠাও আপনি।

মরেছে সকল বীর ঐ বেটা আছে,
ইন্দ্রজিতে মারিয়া রাবণ মারি পিছে।
একজন দুইজনে মারা হবে ভার,
দুজনে দুজনা মার এই যুক্তি সার।
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ রাজা জিনি,
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি।
শ্রীরাম বলেন মিত্র খাড়া হও আগে,
লক্ষ্মণের ভাল মন্দ তোমাতে সে লাগে।
বিভীষণ হাতে হাতে সঁপিলা লক্ষ্মণে,
বীরদর্পে যায় বীর নিরাতঙ্ক মনে।
গড়ের নিকটে উপনীত ধনুর্দ্ধর,
ভাঙ্গিয়া গড়ের দ্বার প্রবেশে ভিতর॥

ইন্দ্রজিত বধে দেবগণের আনন্দ।

যে ধরিলে ধনুর্ব্বাণ, ইন্দ্র সদা কম্পমান
বীরদাপে বসুমতী ফাটে,
ত্রিভুবনে যত বীর, যার বাণে নহে স্থির,
যক্ষ রক্ষ না যায় নিকটে।
ত্রিভুবনে পরাজয়; যার অস্ত্র নাহি হয়,
নানা শিক্ষা যাহার ধনুকে,

রথ খান সুশোভন, বিপক্ষে যেন শমন,
ডরে কেহ না যায় সন্মুখে।
হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ত্রিভুবনে,
মুনিগণে করে বেদধ্বনি,
পুলকিত চরাচর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর,
জয় জয় শব্দ মাত্র শুনি।
রণে মৈল ইন্দ্রজিত, সকলেতে আনন্দিত,
ধন্য বীর ঠাকুর লক্ষ্মণ.
সুরাসুর ঋষি যতি, লক্ষ্মণেরে করে স্তুতি
সবে কৈল পুষ্প বরিষণ।
ইন্দ্রজিতের মরণ, হরষিত দেবগণ,
বাল বৃদ্ধ সবে আনন্দিত,
কহেন লক্ষ্মণ প্রতি, করিলে হে অব্যাহতি,
ত্রিভুবনে ঘুচাইলে ভীত।
হইল অপার সুখ খণ্ডিল মনের দুখ,
নিশ্চিন্ত সকলে কুতূহল,
যত স্বর্গ বিদ্যাধরী, পাদ্য অর্ঘ্য হাতে করি,
সুরপুরে করে সুমঙ্গল।
যতেক অমরাবতী, জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি,
সুখে ক্রীড়া করে সুরপতি,
বেদ পড়ে বৃহস্পতি, সকলের অব্যাহতি,
নাচে গায় হরষিত অতি।

পাঠাইয়া লক্ষ্মণেরে শ্রীরমে চিন্তিত,
মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিত।
মায়াবীর ইন্দ্রজিত মায়ার নিদান,
কি জানি সে লক্ষণের করে অকল্যাণ।
এত ভাবি পথ পানে চাহেন সঘনে,
হেন কালে উপস্থিত লক্ষ্মণ সে স্থানে।

জিনিয়া প্রচণ্ড রিপু, লক্ষ্মণ বিশাল বপু,
উপনীত রামের গোচর,
বাম করে শরাসন, ভয়ঙ্কর সে গঠন,
দক্ষিণ করেতে এক শর
রিপুজয় করি রঙ্গে, সংগ্রামের বেশ সঙ্গে,
আইলা সদর্পে মহাবীর,
আনন্দে প্রফুল্ল কায়, রক্তধারা বহে গায়,
রণশ্রমে হইয়া অস্থির
শুনিয়া সংগ্রাম জয়, শ্রীরাম আনন্দময়,
ভাবেন মরিল ইন্দ্রজেতা,
সাগর তরিনু হেলে, কি আর গোখুরজলে,
রাবণ বধিলে পাব সীতা।
যত সেনাপতি সঙ্গে, সুগ্রীব নাচেন রঙ্গে,
সঙ্গেতে সকল অধিকারী,
নল নীল বালীসুত, সকলে আনন্দযুত,
কপিগণ নাচে সারি সারি।

বৈরিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ,
কহে বিভীষণ গুণগ্রাম,
লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কহেন সকল কথা,
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম
শুনি লক্ষ্মণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল,
ললাট চুম্বিয়া মুখ চাই,
লইয়া মস্তক-ঘ্রাণ, চুম্বিল ধনুকখান,
তোমা হেন ভাই কোথা পাই।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

পশ্চিম দ্বারেতে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেলেন রাবণ।
দাণ্ডায়েছে রাবণ ধনুকে দিয়া চড়া,
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়া।
কোপেতে রাবণ চাহে লক্ষ্মণের পানে,
ময়দানবের শেল পড়ে গেল মনে।
গর্জ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট ঝাঁকে,
প্রাণ উড়ে লক্ষ্মণের শক্তিশেল দেখে।
সূর্য্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়,
ভাবিয়াত রঘুনাথে না পান উপায়।

চিন্তা করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল,
শেলেরে করেন স্তুতি চক্ষে পড়ে জল।
দেবমূর্ত্তি শেল তুমি দেব অধিষ্ঠান,
এবার লক্ষ্মণে তুমি দেহ প্রাণদান।
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে,
ভাই দান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে।
আপনি শমন মূর্ত্তিমান শেলমুখে,
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল পড় মম বুকে।
শ্রীরামে কাতর দেখে শেল নাহি থাকে,
শূন্যবেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণবীর রঘুবংশ চূড়া,
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া।
ভূমিতে পতিত বীর না নাড়েন পাশ,
শেলে বিন্ধি লক্ষ্মণের ঘন বহে শ্বাস।
লক্ষ্মণ এড়িয়া সব পলায় বানর,
দেখিয়াতো রঘুনাথ হইল ফাঁফর।
লক্ষ্মণে রাখিবে না রাখিবে আপনা,
তিন ঠাঞি শ্রীরামের পড়িল ভাবনা।
ভঙ্গ দিয়া পালায় বানর যত বীর,
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির।
ভাই শোকে যুঝে রাম বিক্রম অপার,
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাধে মহামার।

বাছিয়া বাছিয়া রাম প্রহরেন বাণ,
রাক্ষস কটক কেটে কৈল খান খান।
রাবণ রামের বাণে করে ধড়ফড়,
সহিতে না পারে বীর উঠে দিল রড়।
সারথিরে আজ্ঞা দিলা রাজা দশানন,
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন।
লঙ্কাতে পালায়ে গেল রাজা লঙ্কেশ্বর,
পশ্চাতে বানর ধায় বলি ধর ধর।

রামের বিলাপ।

রণ জিনি রামচন্দ্র পেয়ে অবসর,
লক্ষ্মণেরে কোলে করি কান্দেন বিস্তর।
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী,
মৈল পিতা দশরথ রাজা অধিকারী।
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী,
দিন দুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি।
হারানু প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ,
কি করিবে রাজ্যভোগে পুনঃ যাই বন।
লক্ষ্মণ সুমিত্রা মার প্রাণের নন্দন,
কি বলিয়া নিবারিব তাঁহার ক্রন্দন।

এনেছি সুমিত্রা মার অঞ্চলের নিধি,
আসিয়ে সাগর পারে বাম হৈল বিধি।
মম দুঃখে তুমি ভাই দুঃখী নিরন্তর,
কেমনে নিষ্ঠুর হলে না দেও উত্তর।
সবাই সুধাবে বার্ত্তা আমি গেলে দেশে,
কহিব তোমার মৃত্যু কেমন সাহসে।
আমার লাগিয়া ভাই কর প্রাণ রক্ষা.
তোমা লয়ে বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা।
রাজ্য ধনে কার্য্য নাই নাহি চাই সীতে,
তোমায় লইয়ে আমি যাইব বনেতে।
উদয়াস্ত যতদূর পৃথিবী সঞ্চার,
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার।
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই রক্তে ডুবে পাশ,
কেনবা আমার সঙ্গে এলে বনবাস।
সীতার লাগিয়া তুমি হারাইলে প্রাণ,
তুমিরে লক্ষ্মণ মোর প্রাণের সমান।
সুবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্য দিনু ডালি,
তোমা বধে রঘুকুলে রাখিলাম কালি।
কেনবা রাবণ সঙ্গে করিলাম রণ,
আমার প্রাণের নিধি নিল কোন জন।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা মহা বলধর,
তা হৈতে লক্ষ্মণ ভাই গুণের সাগর।

এমন লক্ষ্মণে মোর মারিল রাক্ষসে,
আর না যাইব আমি অযোধ্যার দেশে।
পিতৃ সত্য পালিতে করিনু বনবাস,
বিধি বাদী হইল তাহাতে সর্ব্বনাশ।
ভাই ভাই বলি রাম ছাড়েন নিশ্বাস,
শ্রীরামের ক্রন্দন রচিল কৃত্তিবাস।

লক্ষ্মণের সংজ্ঞালাভ।

রামেরে সুষেণ কহে যোড়হাত করি,
লক্ষ্মণে বাঁচাও আগে শোক পরিহরি।
শ্রীরাম বলেন, ধন্বন্তরির নন্দন,
আর কি বাঁচিবে মোর প্রাণের লক্ষ্মণ।
বলেন সুষেণ বৈদ্য যুড়ি দুই পাণি,
কাতর হইয়া কেন কার্য্য কর হানি।
সুপ্রসন্ন হস্ত পদ প্রসন্ন বদন,
হৃদয় সুস্থির বীর নির্ম্মল লোচন।
হেন বীর মরিবে না মোর মনে লয়,
ঔষধ আনিতে যাক পবনতনয়।
শ্রীরাম বলেন ভাই শোকে প্রাণ নাশে,
আপনি পাঠায়ে দেহ ঔষধ উদ্দেশে।

বলেন সুষেণবৈদ্য শুন হনুমান,
গন্ধমাদনেতে যাও ঔষধ কারণ।
রাত্রিতে ঔষধ আন বাঁচাব সহজে,
রাত্রি পোহাইলে প্রাণ যাবে সূর্য্যতেজে।
বিলম্ব না কর বীর যাও এইক্ষণ,
তোমার প্রসাদে জীয়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম বলেন পথ অতি দূরতর,
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রির ভিতর।
কেন বা সুষেণ বৈদ্য আমারে প্রবোধে,
আজিকে মরিলে ভাই কি হবে ঔষধে।
হাসিয়া বলেন তবে পবননন্দন,
এ রাত্রে ঔষধ আনি জীয়াব লক্ষ্মণ।
মনে কিছু রঘুনাথ না কর বিস্ময়,
ঔষধ আনিব রাত্রে শুন মহাশয়।
শ্রীরাম সুগ্রীব কাছে মাগিয়া মেলানি,
ঔষধ আনিতে বীর চলিল তখনি।
নিশা অবসান প্রায় শশী অস্ত যান,
গিরিচূড়া লয়ে আসে বীর হনুমান।
আনন্দে সুষেণ হনুমানেরে বাখানি,
চিনিয়া ঔষধ আনে বিশল্যকরণী।
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে ঔষধের ঘ্রাণ,
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ।

চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম পানে চান,
লক্ষ্মণে দেখিয়া রামে স্থির হৈল প্রাণ।
বিভীষণ সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি,
চারিদিকে পড়ে বানরের হুলাহুলি।
ভাই ভাই বলি রাম হন উত্তরোল,
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেন কোল।
লক্ষ্মণে লইয়া কোলে তিলেক না এড়ে,
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তাধারা পড়ে।

রাবণ বধ।

মহাশব্দে দিলা রাম ধনুকে টঙ্কার,
শ্রীরাম রাবণে যুদ্ধ বাধে মহামার।
হইল বিষম যুদ্ধ না যায়গণন,
মহাকোপে-বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ।
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্থির,
বাণে বাণে নিবারণ কৈল রঘুবীর।
শূন্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে,
মৃত্যুবাণ রঘুনাথ যুড়িলা ধনুকে।
মহাশব্দ করিয়া সঘনে গর্জ্জে বাণ,
দেখিয়া যে রাবণের উড়িল পরাণ।

চিনিল রাবণ রাজা দেখি মৃত্যুবাণ,
জানিল যে এই বাণে বাহিরাবে প্রাণ।
বিশ্বামিত্র স্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর,
রাবণের বুক বিন্ধি কৈল দুই চির।
ছটফট করে রাজা পড়ি ভূমিতলে,
ব্রহ্মাদি দেবতা দেখে গগনমণ্ডলে।
পড়িল রাবণ রাজা জগতের বৈরী,
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি।
শ্রীরাম বলেন সবে হও এক পাশ,
রাবণে দেখিব আমি আছে অভিলাষ।
সঙ্গে করি লক্ষ্মণ সুগ্রীব বিভীষণ,
রাবণ নিকটে রাম যান ততক্ষণ।
পর্ব্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়,
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায়।
দেখি বিভীষণ রাবণে নিল কোলে,
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে।
জগৎ জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে,
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে।
না বুঝিয়া সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে,
সতীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে।
মরণ করিলে সার নাহি দিলে সীতা,
পায়ে ধরে সাধিলাম না শুনিলে কথা।

বংশের সহিত এবে হারাইলে প্রাণ,
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান।
আপনার দোষে মৈলে কলঙ্ক আমার,
কার তরে দিয়া যাও লঙ্কা অধিকার।
হিত বুঝাইতে ভাই মোরে মার লাথি,
তখনি জানিনু তব ঘটিল দুর্ম্মতি।
ভাই শোকে বিভীষণ করেন ক্রন্দন,
শ্রীরাম বলেন মিত্র সম্বর রোদন।

শ্রীরামের স্বদেশ যাত্রা।

প্রভাত হইল নিশি উদিত ভাস্কর,
একে একে সবে গেল শ্রীরাম গোচর।
চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইল শাখামৃগগণ,
যোড়হাত করি বলে রাজা বিভীষণ।
বহুকাল অনাহার বহু পর্য্যটন,
করিয়া হয়েছ শ্রান্ত রঘুর নন্দন।
করুক তোমার সেবা দাস দাসীগণ,
আনুক কস্তুরী আর সুগন্ধি চন্দন।
দূর্ব্বাদলশ্যাম তনু হয়েছে বিমল,
সে মল করিয়া দূর করুক নির্ম্মল।

শ্রীরাম বলেন হে রাক্ষস অধিপতি,
আমার বচনে তুমি কর অবগতি।
রাজকুলে জন্মিয়া ভরত ভাই সুখী,
কেবল আমার দুঃখে হইয়াছে দুঃখী।
হেন ভরতেরে যদি করি আলিঙ্গন,
তবে সে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন।
চৌদ্দ বর্ষ ভ্রমিলাম পথ বহুতর,
বহু নদ নদী আমি তরিয়ে সাগর।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম বহু ক্লেশে,
হেন যুক্তি কর যেন ঝটি যাই দেশে।
বিভীষণ বলে প্রভু পেলে বহু ক্লেশ
এক দিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ।
কুবেরের রথ যে পুষ্পক তার নাম,
এক দিনে তোমারে লইবে নিজ গ্রাম।
এক দান চাহি আমি বিতর সংপ্রতি,
দিন কত লঙ্কাপুরে করহ বসতি।
সকল সৈন্যের প্রভু করিব সেবন,
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুঞ্জি করহ গমন।
শ্রীরাম বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে,
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে।
আহার না করে যারা মরণ না গণে,
হেন বানরের প্রতি ভালবাসি মনে।

ঐ গন্ধ চন্দন বানরে দেহ দান,
ভুঞ্জাইয়া নানা ভোগ করহ সম্মান।
বানর প্রসাদে তুমি লঙ্কাপুরে রাজা,
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।
সাজায়ে পুষ্পক রথ আনহ হেথায়,
হৃষ্টমনে স্বদেশেতে করহ বিদায়।
চড়েন পুষ্পকে রাম সীতা কুতূহলে,
মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের অঞ্চলে।
সুমিত্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে,
এক পার্শ্বে রহিলেন ধনুর্ব্বাণ হাতে।
রথোপরি শ্রীরাম ভূমিতে সৈন্যগণ,
প্রসন্ন বদনে রাম বলেন বচন।
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি,
বিভীষণ গুণে দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি।
সর্ব্ব সেনাপতির করিব গুণগান,
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি মোর কৈল হনূমান্।
আপনার দেশে গিয়া কর অধিকার,
মেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার।
রাক্ষস বানরে রাম দিলেন মেলানি,
ছল ছল করিয়া পড়িছে চক্ষে পানি।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজ দেশে,
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে।

অযোধ্যায় প্রত্যাগমন।

হনূমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞাদান,
ভরতেরে সমাচার দেহ হনূমান।
নন্দীগ্রামে যাবে তুমি ভরত উদ্দেশে,
কহিবে সকল কথা অশেষ বিশেষে।
চক্ষুর পলকে বীর উঠে অন্তরীক্ষে,
তথায় থাকিয়া বীর নন্দীগ্রাম দেখে।
রত্ন সিংহাসনোপরি শ্বেতবস্ত্র পাতি,
তদুপরি পাদুকা রাখিয়া ধরে ছাতি।
ভরত তাহার নীচে কৃষ্ণসার চর্ম্মে,
বশিষ্ঠ নারদ লৈয়া থাকে রাজ কর্ম্মে।
নামিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম,
যোড়হাত করি বলে আপনার নাম।
হনূমান নাম মোর জাতিতে বানর,
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর।
যাহারে আনিতে গেলে লয়ে রাজ্যখণ্ড,
যাহার পাদুকোপরি ধর ছত্রদণ্ড।
বহুকাল দুঃখী আছ যাহার আশ্বাসে,
সেই রাম পাঠালেন তোমার উদ্দেশে।
শুভবার্ত্তা কহে যদি পবননন্দন,
উঠিয়া ভরত তারে দেন আলিঙ্গন।

হনূমানে কোল দিয়া ছাড়িবারে নারে,
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষে জল ঝরে।
ভরতের নেত্রজলে হনূমান তিতে,
ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে।
শুভবার্ত্তা কহে যদি বীর হনুমান,
শত্রুঘ্নেরে ভরত করেন সম্বিধান।
সুদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ,
বহু দিবসেতে রাম আইলেন দেশ।
প্রস্তর প্রতিমা যত আছে স্থানে স্থান,
সুগন্ধি চন্দনে সে সবারে করাও স্নান।
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাক বাইতি,
দেহ ধূপ নৈবেদ্য ঘৃতের জ্বালি বাতি।
ফল ফুল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা,
সুগন্ধি চন্দন কাষ্ঠে জ্বালহ পাঁজলা।
উচ্চ নীচ স্থান কর একই শোসর,
পথ পরিষ্কার কর বাছহ ঝিখর।
প্রতি পুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষ কলা,
গাছে গাছে পতাকা বান্ধহ পুষ্পমালা।
আলগোছ টাঙ্গা বান্ধ নেতের উঝাড়ে,
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে।
যে বলিল ভরত করিল শত্রুঘ্ন,
নন্দিগ্রাম হইল যে অমরভুবন।

রামের পাদুকা শিরে করিয়া ভরত,
চলিলেন সামন্ত সহিত শত শত।
পাদুকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড,
চামর ঢুলায় তাঁয় আনন্দ অখণ্ড।
প্রতি পদক্ষেপেতে করেন নমস্কার,
ভরত আনিতে রামে আনন্দ অপার।
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলপুরোহিত,
সংসারের লোক চলে হয়ে আনন্দিত।
মুদিত হইল দোলা নেতের উয়াড়ে,
সাতশত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ,
শ্রীরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল গর্ভবতী,
লজ্জা ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী।
কাণা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্যজন,
বন্ধুহস্ত ধরিয়া ধাইল অন্ধ জন।
ভরতে দেখিয়া রাম হৈলেন কাতর,
অস্থি চর্ম্ম সার অতি ক্ষীণ কলেবর।
চলিয়া আসিতে পদ উথড়িয়া পড়ে,
হনূমান কোলে করি রথে গিয়া চড়ে।
রথোপরি চারি ভাই হৈল দরশন,
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে দেন আলিঙ্গন।

প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রুধার,
ভরত শ্রীরামেরে করেন নমস্কার।
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত,
আশীর্ব্বাদ জানকী করেন শত শত।
জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভরত লক্ষ্মণে নাহি বন্দে,
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে।
শ্রীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন,
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থি চর্ম্ম সার,
রাম রাম বিনা তার মুখে নাহি আর।
মাতা বিমাতারে রাম করেন প্রণাম,
আশীর্ব্বাদ করে চিরজীবী হও রাম।

শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক।

সীতা সহ শ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে,
অভিষেক করিল সুগ্রীব বিভীষণে।
পৃথিবীতে রাজা যত আছে চতুর্ভিতে,
শ্রীরামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত।
স্বর্গলোক মর্ত্ত্যলোক আইল পাতাল,
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল।

রহিবারে স্থান নাই সৈন্যছলস্থলি,
নানা শব্দে বাদ্য বাজে আরো করতালি।
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজাগণ,
রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন।
যত দেবগণ দেখে রহি অন্তরীক্ষে,
দেব কন্যাগণ গেলা রামের সমক্ষে।
রতি সতী হৈমবতী, লীলাবতী ভানুম
ইত্যাদি অনেক দেব-রামা,
আইলেন অযোধ্যায়, দাস দাসী সঙ্গে যায়,
বসনে ভূষণে নিরুপমা।
হাতে লয়ে দূর্ব্বাধান, রামের সম্মুখে যান,
শ্রীরামেরে করিতে কল্যাণ,
জয় জয় রঘুবীর, পতি হও পৃথিবীর,
পৃথিবীতে তব গুণগান।
পৃথিবীতে জনমিলা, পুণ্যলীলা প্রকাশিলা,
কীর্ত্তিপূর্ণ করিলে ভুবন,
কি করিব আশীর্ব্বাদ, পূরিল মনের সাধ,
পাইলাম তব দরশন॥
আসিয়া কিন্নরীগণে, অভিষেক নিমন্ত্রণে,
করিল রামের গুণগান।
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, আসি অযোধ্যানগরী,
নৃত্যগীত বাদ্যের বিধান।

যত রাজা প্রজাগণ, সকলে আনন্দ মন,
শ্রীরামের অভিষেক দিনে,
নানা অর্থ বিতরণে সন্তুষ্ট ব্রাহ্মণগণে,
অভিষেক কৃত্তিবাস ভণে।